সমাজে স্তর বিভাজন প্রসঙ্গে শিক্ষানীতির গুরুত্ব

দিলীপ বাগচী

কোনও রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সেই রাষ্ট্রের শিক্ষানীতির দ্বারা। আবার শিক্ষানীতিতে মূল রাষ্ট্র পরিচালনা নীতির প্রতিফলন ঘটে। আর রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি নির্ধারিত হয় একটি বিশেষ শ্রেণীর তথা শাসক শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থে। কাজেই আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনা করতে গেলে শিক্ষানীতিটা জানা অবশ্যই একান্ত জরুরী। ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা হচ্ছে যৌথ তালিকা ভুক্ত বিষয়। অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই শিক্ষার ওপর মাতব্বরী করার অধিকারী। কিন্তু কে কতটুকু মাতব্বরী করবেন এটা কারো কাছেই স্পষ্ট নয়। ফলে মাঝে মাঝে গোলমাল বাধে যদি কেন্দ্রে ও রাজ্যে পরস্পর বিরোধী দলের সরকার থাকে। তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির বাইরে তার বিরোধী কোনও শিক্ষানীতি কোনো রাজ্য সরকার প্রণয়ন করতে পারেন না। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক দায়িত্বের সিংহভাগ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের। শিক্ষাদানের মাধ্যম, পাঠক্রম, পাঠবর্ষ, পরিচালনা পরিকাঠামো ইত্যাদি রাজ্য সরকার নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা পেলেও সর্বভারতীয় গড় প্রেক্ষাপটের মধ্যেই তাকে থাকতে হয়। শিক্ষা অবৈতনিক হবে কিনা, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতন কি হবে, পাঠ্যপুস্তকাদি বিনামূল্যে দেওয়া হবে কিনা ইত্যাদি আর্থিক দিক, আবার শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে (বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের নীচে) স্বয়ংশাসিত সংস্থা গঠন করা হবে কিনা ইত্যাদি পরিচালনাগত দিক এবং কোন্ স্তরে কি পড়ানো হবে বা হবে না (অর্থাৎ পাঠক্রম) এই সব নির্ধারণ করবেন রাজ্য সরকার। আবার সর্বভারতীয় স্তরে কেন্দ্র সরকারও রাজ্যের সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা চালাতে পারেন - চালাচ্ছেনও। কিন্তু মূল জায়গাটা অর্থাৎ নীতিটা নির্ধারিত হবে কেন্দ্রের দ্বারা। শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বন্টন, কেন্দ্রীয় নীতির বিষয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বন্টন স্থির হবে উৎপাদন নিয়ন্ত্রক শ্রেণীর স্বার্থে।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে, কাজে কাজেই, শিক্ষাব্যবস্থায় স্তর বিভাজন থাকবেই। আমাদের দেশেও আছে। আছে এই স্বঘোষিত 'বাম'দের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও। এই স্তরবিভাজিত শিক্ষাব্যবস্থা যে শিক্ষানীতির ফসল তার লক্ষ্য হিসেবে কখনো বলা হয় 'দ্রুত শিল্পায়ন', কখনো 'আধুনিকীকরণ' আবার কখনো বা 'একুশ শতকে পদক্ষেপ'! আমাদের দেশে এই স্তরগুলি কেমন দেখা যাক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ১) ফ্রী প্রাইমারী জেলা স্কুল বোর্ডের ও

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের যৌথ কর্তৃত্বে ; ২) ফ্রী প্রাইমারী (পুরসভার অধীন) ; ৩) বিভিন্ন ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক সংস্থা পরিচালিত নার্সারী ও প্রাইমারী স্কুল। প্রথম দুই ধরণের বিদ্যালয়ে শিক্ষা অবৈতনিক, সরকার বই স্লেট ছাড়াও মাঝে মধ্যে জামা প্যান্ট ও টিফিন দিয়ে থাকেন। 'আম জনতা'র ঘরের ছেলে মেয়েরা প্রথম দুই ধরণের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। তৃতীয় ধরণের বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া খুবই চড়া দামে বিক্রি হয়। ভর্তিরও কড়াকড়ি আছে। ছাত্র সংখ্যা সীমিত। মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সাধারণ শিক্ষার জন্য নির্ধারিত। এর মধ্যে রকমফের আছে। যথা ১) সরকারী ও সরকার স্পনসর্ড স্কুল ২) কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল স্কুল ৩) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর (রেল, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি) পরিচালিত সরকারী স্কুল ৪) রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত স্কুল ৫) সরকার অনুমোদিত সরকারী অনুদান প্রদত্ত বেসরকারী স্কুল এবং ৬) বেসরকারী মালিকানায় (বিভিন্ন ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান) পরিচালিত সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরের স্কুল। কলেজের ক্ষেত্রে দেখা যাবে ১) সরকারী ও সরকার স্পনসর্ড কলেজ ২) বেসরকারী কিন্তু সরকারী অনুদান (ইউ জি সি) প্রদত্ত কলেজ ৩) ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত কলেজ। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে রাজ্য সরকারের আওতার ও কেন্দ্র সরকারের আওতার দু'ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়।

সাধারণ শিক্ষা ও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার মাঝে আছে আর এক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা, ভোকেশনাল বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা। অষ্টম মান পাশ ক'রে শিল্প প্রশিক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্র (আই টি আই) গুলিতে ভর্তি হওয়া যায়। এই সব বিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলি তৈরী করে দক্ষ শ্রমিক ও হাফ এঞ্জিনীয়ার। এক্ষেত্রেও ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত শিক্ষায়তন আছে। এছাড়া ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং, বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ্যা, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার জন্য পরিশীলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।

এরই মাঝে কেন্দ্র সরকার তার 'নয়া শিক্ষানীতি'র মাধ্যমে একুশ শতকে পা ফেলার জন্য তৈরি করলেন 'নবোদয়' বিদ্যালয়। বলা হ'ল গ্রামের সন্তান, অনুসূচিত জাতি ও উপজাতি এবং মেয়েদের জন্য 'নবোদয়' বিদ্যালয়ে আসন সংরক্ষিত থাকবে। অনেকে ভাবতেই পারেন, তাহলে ব্যাপারটা খারাপ কি ? মনে রাখতে হবে, প্রাথমিক পর্যায় পার হ'য়েই 'নবোদয়ে' সর্বভারতীয় ধাঁচের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ভর্তি হওয়া যাবে। এবারে গ্রাম শহরে পূর্ব বর্ণিত ফ্রী প্রাইমারী স্কুলগুলি (শতকরা ৯৮ ভাগ ছাত্রছাত্রী যে স্কুলগুলিতে পড়ে)

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

কি অবস্থায় আছে দেখা যাক । শতকরা ১৫/২০ ভাগ স্কুলে চারজন বা তার বেশি শিক্ষক প্রাক্-প্রাথমিক থেকে চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণী (মোট ৫/৬টি শ্রেণী) পর্যন্ত পড়ান । ১০-১২% বিদ্যালয়ে সমস্ত শ্রেণীতে পড়াবার জন্য একজন বা দুজন মাত্র শিক্ষক আছেন । ১০-১২% বিদ্যালয়কে বিদ্যালয় বলে চেনা যায় । ৮% বিদ্যালয় গাছতলায় বা কারো বাড়ির বারান্দায় বা বারোয়ারী পূজার ঘরে বসে । ৯০% বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি থেকে আসন এনে মাটিতে বসে । বছরের অর্ধেক পেরোনোর আগে পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায় না । সব শ্রেণী কক্ষে ব্ল্যাকবোর্ড নেই । কাজেই বলা বাহুল্য, এই সব বিদ্যালয়ের ভরসায় ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিলে 'নবোদয়ে' উদিত হবার সুযোগ তারা কোনো দিনই পাবে না । ইদানীং গ্রামে-গঞ্জে ইংরাজী মাধ্যম প্রাথমিক শিক্ষা (নার্সারী থেকে পঞ্চম) চড়া দামে বিক্রী হচ্ছে । তাহলে যে সব অভিভাবক প্রচুর পয়সা খরচ ক'রে সন্তানের জন্য প্রাইভেট টিউটর রেখে ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াতে পারবেন, একমাত্র সেই সব অভিভাবকদের সন্তানরাই 'নবোদয়ে'র ভর্তি পরীক্ষায় বসতে পারবে । এই সব বিশেষ সুবিধা ভোগে সমর্থ সন্তানদের চীনের ছাত্ররা ব্যঙ্গ করে বলত 'Super Kid' ! গ্রাম-গঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন না করে 'নবোদয়' বিদ্যালয়ে গ্রামের ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকলে, সে আসনগুলি অবশ্যই গাঁয়ের বাবুদের ঘরের সন্তানরাই দখল করবে -- 'হাসেম শেখ-রামা কৈবর্ত'দের ঘরের সন্তানরা নয় ।

অতএব 'নবোদয়' বিদ্যালয়গুলি যে অভিজাতদের সন্তানদের অভিজাত করে গড়ে তোলার জন্য 'এলিটিস্ট' বিদ্যালয়, এ বিষয়ে কোনও বিতর্কই থাকতে পারে না । কিন্তু ঘটনাটা এই যে, যে সব স্বঘোষিত বামপন্থী এই 'নবোদয়' বিদ্যালয়কে একমাত্র 'এলিটিস্ট' বিদ্যালয় বলে তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, তাঁদের রাজ্যে কি অনেক আগে থেকেই 'এলিটিস্ট' বা 'আধা এলিটিস্ট' বিদ্যালয় নেই ? তাবৎ বেসরকারী পাবলিক স্কুল (লা মার্টিনীয়ার, লরেটো, সাউথ পয়েন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি) গুলি পরিপূর্ণ 'এলিটিস্ট' বিদ্যালয় । সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি 'আধা এলিটিস্ট' বিদ্যালয় । এই সব বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যে কতটা কষ্টসাধ্য (মেধা ও অর্থগত দিক দিয়ে) তা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা । 'বাম' রাজত্বে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নার্সারী পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত ইংরাজী মাধ্যম 'এলিটিস্ট' বিদ্যালয় গাঁয়ে-গঞ্জে পর্যন্ত ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে । বছর দু'য়েক আগে কোলকাতার একটি দৈনিক যাদবপুর, টালিগঞ্জের 'লালদুর্গ' এলাকার ফ্রী প্রাইমারী

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

স্কুলগুলির ওপর এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে, সে সব স্কুলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা এত কমে গেছে যে, কোনও কোনও বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর চেয়ে শিক্ষক সংখ্যা বেশি । এই সব ছাত্র চলে গেছে ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে এবং এদের অভিভাবকদের সবচেয়ে বড় অংশই 'বামপন্থী' ! তাহলে দেখা যাচ্ছে ঢাকঢোল পিটিয়ে সরকারের নিজের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত 'গণশিক্ষা' ব্যবস্থার ওপর সরকার সমর্থকরাই আস্থা স্থাপন করছেন না । কিন্তু জনসাধারণকে অসহায়ভাবে বাধ্য করা হচ্ছে 'গণশিক্ষা' ব্যবস্থা গ্রহণ করতে, যেহেতু যাদবপুর, টালিগঞ্জ বা শহরগুলির মত বিকল্প ইংরাজী মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বত্র নেই, থাকলেও সবার পক্ষে সেখানে সুযোগ পাওয়া নানা কারণেই সম্ভব নয় ।

আবার সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মন্তব্যটি আপাত শ্রুতিতে অন্যায় অভিযোগ বলে মনে হতেই পারে । কারণ পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কি রাখা হয় নি ? ইংরাজী, গণিত, ভৌতবিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, কর্মশিক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি সব আছে -- একেবারে জ্যান্ত বিশ্বকোষ বানাবার ব্যবস্থা ! কিন্তু প্রাইভেট টিউটর বা টিউটোরিয়াল হোম ছাড়া ঐ গুরুভার পাঠক্রম মগজে সহজে ঢুকবে না । কারণ বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত গড়ে ৮০ ঃ ১ হওয়ায় শ্রেণীকক্ষে ৩৫ মিনিটে ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া, বাড়ির কাজ দেওয়া ও দেখা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের পক্ষে অসম্ভব । এছাড়াও দলীয় ক্যাডারদেরকে শিক্ষক পদে নিয়োগ করার আগ্রহ ও আতিশয্যে নিম্নমানের মূল্যবোধহীন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী গত ১২/১৩ বছরে বিদ্যালয়গুলিতে ঢুকেছে । এবার ষাট বছরের পর প্রবীণ, অভিজ্ঞ, মূল্যবোধযুক্ত শিক্ষকদের ছাঁটাই করে শূন্যস্থান দলীয় ক্যাডারে পূর্ণ করার ব্যবস্থা হবে । ফলে সাধারণ শিক্ষার চেহারা হবে আরো করুণ । সাধারণ মানুষের ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা, এমন কি মেধা থাকলেও, যাতে বিকশিত না হ'তে পারে, মেধার স্ফূরণ না ঘটাতে পারে, অর্থনীতিগত এবং/বা রাজনীতিগত ভাবে অভিজাত ঘরের 'Super kid' দের ভবিষ্যতে ক্ষমতা অর্জনের পথে বাধা হ'য়ে না দাঁড়াতে পারে -- সেই লক্ষ্যে একদিকে 'নবোদয়' বিদ্যালয়, আর এক দিকে 'গণশিক্ষা' । একই শিক্ষানীতির ফসল, একই আধুলীর দু'টি ভিন্ন দিক মাত্র । সাধারণ বিদ্যালয় সৃষ্টি করবে শাসিত হবার মত গুণাবলী বিশিষ্ট প্রজা, ভোকেশনাল স্কুল সৃষ্টি করবে দক্ষ শ্রমিক, আর এলিটিস্ট শিক্ষায়তন ও স্পেশালাইজড শিক্ষায়তন (ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি) থেকে বেরিয়ে আসা অভিজাত সন্তানরা হবেন দক্ষ প্রশাসক ! 'সীমিত' ক্ষমতায় শ্রেণী বিভক্ত সমাজে

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

'বামপন্থী'রা এর চেয়ে বেশি আর কিই বা করতে পারেন ! প্রসঙ্গটি শেষ করছি আর একটি তথ্য জানিয়ে । যে 'বামপন্থী'রা নবোদয় বিদ্যালয়কে 'এলিটিস্ট' বিদ্যালয় বলে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটালেন, মনে হ'ল যেন নাকচ করে দিলেন, সেই 'বামপন্থী'দের সরকার কিন্তু 'নবোদয়' গ্রহণে আদৌ অরাজী নয় । শিক্ষাদানের মাধ্যম ইংরাজী না হ'য়ে মাতৃভাষা হ'লে আর তাঁদের আপত্তি নেই! মেমসায়েব শাড়ি পরলেই বাঙ্গালী হবে ! ভেতরের খবর ছিল, অবশেষে ইংরাজী মাধ্যমেও 'বিপ্লবী'দের আপত্তি ছিল না সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে ! জল ঘোলা ক'রে খাওয়ার নাম 'বিপ্লব' !

এবার ভারতের 'সমাজতান্ত্রিক' নলচের আড়ালে বুর্জুয়া সংবিধানের তামাকুসেবী ঐতিহ্যগত শাসকশ্রেণী ও তাদের তথাকথিত বিকল্প (বিকল্প শব্দের অর্থ কিন্তু পাল্টা বা বিপরীত নয় - যথা ভাতের বিকল্প রুটি) সংশোধনবাদী 'বাম'দের শিক্ষানীতির পাশাপাশি বিপ্লবোত্তর চীনের সংশোধনবাদী লাইনের শিক্ষানীতিকে আমরা তুলনামূলকভাবে দেখি । বিপ্লবোত্তর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিরূপণের দায়িত্ব দিয়েছিল লিউ-শাও-চির উপর । গৃহযুদ্ধ চলা কালে চীন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী, নেতা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পার্টি নেতাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য এক ধরণের বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়েছিল । লিউ-শাও-চি পাঁচের দশকে (চীন বিপ্লব সাধিত হয় ১৯৪৯-এর অক্টোবরে) তাঁর শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করলেন 'বিশেষজ্ঞ' সৃষ্টি । কারণ, নতুন বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই উন্নত মানের শিল্প ও উন্নত মানের প্রযুক্তি (তুলনীয়, ভারত সরকার চাইলেন উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে একুশ শতকে পদক্ষেপ করতে) । চট্‌জলদি লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য পূর্বোক্ত 'বোর্ডিং স্কুল'গুলিকে 'কী পয়েন্ট' স্কুলে পরিণত করা হল । আবার এগুলির মধ্যে কিছু 'কী পয়েন্ট' স্কুলকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলে চিহ্নিত করা হ'ল । আমাদের দেশের সরকারী-সরকার স্পনসর্ড-বেসরকারী পাবলিক স্কুলগুলি 'কী পয়েন্ট' হ'লে 'নবোদয়' হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সুপার কী পয়েন্ট স্কুল । ১৯৬২ সালে চীনে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩০% এবং মোট মাধ্যমিক স্কুলের প্রায় ২৫%কে 'কী পয়েন্ট' স্কুলে পরিণত করা হল । আবার এই ৩০% প্রাথমিক 'কী পয়েন্ট' ও ২৫% মাধ্যমিক 'কী পয়েন্ট' স্কুলের মধ্যে যথাক্রমে ১১% প্রাথমিক ও ১৫% মাধ্যমিক 'কী পয়েন্ট'কে সুপার কী পয়েন্ট স্কুলে উন্নীত করা হল । এই সব পরিশীলিত বিদ্যালয়ে ঢুকতে গেলে ভর্তি পরীক্ষায় বসতে হ'ত । স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত সুবিধাজনক অবস্থানে

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

থাকায় শহরাঞ্চলের বুদ্ধিজীবিদের সন্তানরা এই সব 'কী পয়েন্ট' স্কুলে গ্রামের বা শহরের ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত কৃষক মজুরদের ঘরের সন্তানদের চাইতে বেশি সুযোগ পেত। অবশ্যই পার্টি ও সরকারের উচ্চপদস্থ নেতা ও কর্তাদের সন্তানরা তো এসব স্কুলে আগে থেকেই (বোর্ডিং স্কুল অবস্থা থেকে) পড়তো -- অতএব বিপ্লবোত্তর কালেও পড়ার সুযোগ পেত, ভর্তি পরীক্ষায় অসফল হলেও। এরা চিহ্নিত হত 'বিশেষ কারণে বুদ্ধিমান' বলে। এদেশে ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি শিক্ষায়তনে ভর্তির জন্য দলীয় মন্ত্রী বা এম এল এ-র 'কোটা'র মত আর কি ! বলা বাহুল্য এইসব 'কী পয়েন্ট' স্কুলগুলি থেকেই ভাল ফল করা ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে আসত এবং তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিক্যাল, এঞ্জিনীয়ারিং - এগ্রিকালচার, টেকনোলজীর পরিশীলিত শিক্ষায়তনে সর্বাধিক সুযোগ পেত পড়াশুনা করার। অতএব শিক্ষার সর-ননী খাওয়া এইসব Super kid-রাই ভাল ভাল ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকরীগুলো পেত। কৃষকের সন্তান কৃষি বিষয়ক বা পশু পালন-পশু স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিশীলিত উচ্চতর শিক্ষা পাবে, কিম্বা শ্রমিকের ছেলে উন্নতমানের প্রযুক্তিবিদ্যা শেখার সুযোগ পাবে বিপ্লবোত্তর চীনে -- এমনটা আদৌ ঘটেনি, অথচ এইটা হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশেও দেখা যায় রাইস মিলের চালের ভাত খাওয়া, ডেয়ারীর দুধ আর পোলট্রির ডিম খাওয়া ছাড়া যারা ধান গাছের তক্তা হয় কিনা, ডেয়ারীর দুধ গাইয়ের না বলদের, কিম্বা পোলট্রির ডিম মোরগের না মুরগীর জানেনা, তারাই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভেটেরিনারী কলেজে বা এনিম্যাল হাজব্যান্ড্রি পাঠক্রমে সর্বাধিক পড়ার সুযোগ পায়, পরিশীলিত বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে ভাল ফল ক'রে পাশ করার বা শাসক দলের মুরুব্বীর 'কেউ' হওয়ার কারণে। এই অসাধারণ 'কী পয়েন্ট' শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি চীনে ছিল বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয়। মেহনতী মানুষের ঘরের 'মাঝারী মেধা'র ('কী পয়েন্টে' সুযোগ না পাওয়ায় মেধা ঠিক পথে খোলে নি) সন্তানরা বেশ কিছু এই সব শিক্ষায়তনে যেত ও সেখান থেকে 'সার্টিফিকেট', 'ডিপ্লোমা' কিম্বা 'ডিগ্রী' নিয়ে এক/দুই/তিন বছর বাদে 'দক্ষ শ্রমিক' বা 'হাফ এঞ্জিনীয়ার' (আমাদের দেশের টার্নার, ফিটার, লেদ্‌ম্যান, ড্রাফট্‌স্‌ম্যান, এল সি ই / এল এম ই - ইত্যাদির মত) হয়ে কলকারখানায় বা নির্মাণ প্রকল্পে ঢুকত। 'কী পয়েন্ট' আর 'ভোকেশনাল' (বৃত্তিশিক্ষা) এই দুই স্তরের মাঝে ছিল অসংখ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষার জন্য। যেমনটি আমাদের দেশেও আছে। কাজেই চীনে রাষ্ট্রক্ষমতা সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের হাতে এলেও সামাজিক স্তরভেদ থেকেই গেল সংশোধনবাদী শিক্ষানীতির মাধ্যমে। চাষীর সন্তান

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

চাষী, শ্রমিকের সন্তান শ্রমিক আর হরিপদ কেরাণীর বা হারান মাষ্টারের সন্তান কেরাণী বা 'মাষ্টের' হ'য়েই রইল। বিশেষজ্ঞ গড়ার শিক্ষানীতি ঐতিহ্যগত ধনী উচ্চ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের সাথে পার্টি ও সরকারের কর্তৃত্বে থাকা আরো কিছু নয়া সমাজনেতাদের সন্তানদের দেশ শাসনের ও তার মাধ্যমে সুবিধা ভোগের সুযোগ করে দিল মাত্র। কমরেড মাও সে তুং লিউ শাও চিকে প্রবল ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তিনি নিজে সম্ভবতঃ তখন সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। তাই সংশোধনবাদী শিক্ষানীতি কি সর্বনাশ তৈরী করছে সেটা হয়তো তিনি লক্ষ্য করেন নি। যখন লক্ষ্য করলেন, তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। তবু ডাক দিলেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের। শিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় বুর্জুয়া ও সংশোধনবাদী ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করলেন। ডাক দিলেন ''সদর দপ্তরে কামান দাগো''। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম তথা প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষের মনন ক্রিয়ার তথা চিন্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন। বস্তুবাদী দর্শনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মনন চিন্তন বস্তু অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক সাপেক্ষ। তাই এমন শিক্ষা দরকার যা পারিপার্শ্বিকের সাথে সাথে মননের পরিবর্তন সাধন করে। কিন্তু এটা কি ভাবে সম্ভব ? এই প্রক্রিয়ার তো কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই এগোতে হবে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই মাও মারা গেলেন। এই পরীক্ষা নিরীক্ষাও ব্যর্থ হয়। নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা আর হয় না। চীন বদলে যায়।

[নদীয়া দর্পণ (বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৪)-এর সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।